বছর শেষে নিজেদের কথা দিয়ে চিঠি লেখার কাজটি কখন শুরু হয়েছিল জানি না। তবে আমাদের 'বড়দিনের চিঠি' এবার ২৫ বছরে পা দিচ্ছে। আমরা ঘর বেঁধেছি ১৯৯১ তে। প্রথম বছরের ঘর বাঁধার গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম বড়দিনের চিঠি সেই বিরানব্বইতে। এই পঁচিশ বছরে কেবল দুবার চিঠি লেখা হয়নি। সেই যে মা চলে গেলেন ২০০০ সালে, আর ২০০১ এ আমরা স্বেচ্ছায় প্রবাসী হলাম। তাই পঁচিশ বছরের হিসাবে চিঠি লিখেছি ২৩টি। বড়দিনের চিঠি আমাদের পরিবারের নিয়ম হয়ে উঠেছে। আমাদের চিঠিগুলোতে জড়িয়ে ছিল আমাদের আর ঋভু, ঋষিতার বেড়ে উঠার গল্প। সারা বছরের ব্যস্ততায় পিছে ফিরে দেখার সময় না হলেও ওই চিঠিগুলো লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে বেঁচে থাকা মন্দ নয়।

পঁচিশ বছরে আমাদের প্রিয়জনেরাও আবদার করা শিখেছে। চিঠি পেতে দেরী হলেই ফোন বেজে উঠে, 'তোমাদের বড়দিনের চিঠি তো এখনো পেলাম না।' আমরা আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা নামের নদীতে সাঁতার কাটি আর বলি, 'এইসব ভালোবাসা মিথ্যে নয়।'

আমাদের চিঠিগুলোর শব্দমালায় জড়িয়ে ছিল ঋভু আর ঋষিতাকে নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের কথা। এই বাচ্চা দুটোর জন্য এতো আদর জমে ছিল- ওরা না এলে আমরা টেরই পেতাম না। ওদের ছেড়ে ভালো খাবার খেতে পারি না, কোথাও যেতে পারি না। এই দুজন মানুষ কবে আমাদের বদলে দিয়েছে। ঋভু বড় হয়েছে। ভারী গলায় বলে, 'তোমরা দুজন কোথাও যাও। তোমাদের ও জীবন আছে।'

আমরা দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। আমাদের বাচ্চাটি কবে এতো বড়ো হলো?

মৌসুমী বলে, 'আমাদের আলাদা আর কোনো জীবন নেই রে বাচ্চা।' এতে ঋষিতা ভারী খুশী হয়। ওর কড়া নির্দেশ, 'তোমরা বুড়ো হলে আমার সাথে থাকবে। আমার বেবীগুলো তোমাদের কাছে দিয়ে আমি ঘুরতে যাব।' মেয়ের পাকা হিসাব দেখে মার্টিন এখনই গাট্টি - বোচকা রেডী করছে। ও নাকি বনে গিয়ে থাকবে। ঋষিতা বাবাকে জাপটে ধরে, 'বাবা, তুমি আমার সাথেই থাকবে। আমাদের ক্রিস্টমাসের কেক বানাবে, ক্রিস্টমাস লেটার লিখবে।' আমাদের এই চিঠি লেখার খেলা যে কখন বাচ্চাটির মনে গেঁথে গেছে আমরা টের পাইনি। কে জানে মার্টিন হয়তো এর পর নাতি-পুতির গল্প দিয়ে বছর শেষের চিঠি লিখবে।

ঋষিতা যেন হঠাৎ করেই লম্বা হয়ে গেলো। মৌসুমীকে ছাড়িয়ে গেছে। অন্য সবকিছুতে আগ্রহের ভাটা পড়লেও নেট বল খেলায় ক্লান্তি নেই। আমাদের গেছো মেয়ে এবার স্কুলে হাউজ ক্যাপ্টেন হয়েছে। এখন স্কুলে যাবার জন্য ভোর সকালে উল্টো আমাদের তাড়া করে। ওর যে কিসে ঝোঁক তা এখনো বুঝা গেল না। আমরাও পণ করে বসে আছি। দেখি ও কখন নিজের পছন্দের বিষয়টি বেছে নেয়। একবার তো সারা বাড়ি মাছের বাচ্চা দিয়ে ভরে ফেললো। ঘরে, বাইরে - সব জায়গায় কেবল মাছের পোনা। তারপর একে - ওকে ডেকে মাছ দেয়া শুরু করলো। কিছুদিন পর লেখালেখি শুরু করলো। মেয়েটি বেশ লিখতে পারে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে গল্পের বই না বের করে ছাড়বে না।

ঋভু দু'মাস প্লেসমেন্ট করার জন্য মরক্কো আর লন্ডনে গেল। ছেলেকে দু'মাস না দেখে মৌসুমী অস্থির। আর ছেলে প্লেসমেন্ট শেষ করে ইউরোপ ট্যুর করতে বেরুলো। ঋভুর ডাক্তার হতে আর কয়েক বছর বাকী। ছেলে ডাক্তার হবার সাথে সাথে মৌসুমীর নাকি 'ছেলে বৌ দেখার' অসুখ হবে। আর সেই চিকিৎসা কেবল ঋভুই করতে পারবে। মৌসুমীর এই আবদারে ঋভুর আপুমনি যোগ দেয়। তিনিও নাতি বৌ দেখতে চান। দেখি ছেলে সুনামির মতো এই আবদার কি ভাবে ম্যানেজ করে। আমরা ভাবি মন্দ হয় না।

ঋষিতা কিছুদিন আগে বাংলাদেশে গিয়েছিল ওর কাজিন এর বিয়েতে। বিয়ের অনুষ্ঠানে মজে গিয়ে ঋষিতা তো এখন চাচ্ছে যে দাদার বিয়ে বাংলাদেশেই হোক।

ঋষিতার সাথে যোগ দিয়েছে ওর আপুমনি। অবশ্য যোগ না দিয়ে কি আর উপায় আছে? ঋষিতা তো সারাক্ষণ আপুমনিকে তটস্থ করে রাখে। বয়সের কারণে মৌসুমীর মা এখন আর আগের মতো দৌড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে একটি লাঠি নিয়ে হাঁটেন। এতে ঋষিতার চিন্তা অনেক বেড়ে গেছে। আপুমনিকে একা কোথাও যেতে দিবে না। বাইরে গেলে আগলে রাখবে। আর বাড়িতে এলে সারাক্ষণ শাসনে রাখবে। ওর আপুমনিও কম যায় না। খালি পেটে স্কুলে যেতে দিবে না, ঘুমাতে দিবে না। এক খাবার না খেলে - মুহূর্তেই অন্য খাবার তৈরী করে দিবে। ওদের আপুমনির আদর এই ভিন দেশে যেন এক টুকরো বাংলাদেশ। আমাদের বাচ্চাগুলো ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। নতুবা এই অচেনা বাতাসেও কেমন বাংলাদেশের আদরে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমরাও বলি - বেড়ে উঠো এমন আদর আর উমে।

মৌসুমী তো পারলে প্রতিদিনই চাকরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু যেই দেখে ওর জন্য কত মহিলা তাদের ভিতরে লুকিয়ে থাকা শক্তি আবিষ্কার করছে, তখনি ও মন বদলায়। ওই মানুষগুলো ওকে টেনে নিয়ে যায় কাজের মাঝে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে ঘুরে এলো। এতো অল্প সময়ে কি আর মন ভরে ? মাত্র দু সপ্তাহ ছিল। এর মধ্যে ট্রাফিক জ্যাম তো অর্ধেক সময় খেয়ে নিয়েছে। ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এসে ভাবছে - কবে লম্বা ছুটি নিবে! অনেকদিন নাটক করা হয়নি। এবার আমরা দুজন ঠিক করলাম আবার নাটক করবো। এই বছরেই মঞ্চে আমাদের নতুন নাটক আসবে। নাটকের শেষ অংশ লেখা এখনো বাকি। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে রিহার্সাল আর শেষের দিকে প্রদর্শনী। আমরা নাটক নিয়ে আসবো খুব শীঘ্র।

এই বছরটি আমাদের বেশ ভাল কেটেছে। সারা বছর আনন্দে মেতে উঠার কত গল্প আছে আমাদের।

আমাদের সন্তানেরা বড় হচ্ছে আর আমরা বুড়ো হচ্ছি। মৌসুমী এখনই ভাবে বুড়ো বয়সে কি করবে? মার্টিন বলে আমরা বুড়ো হচ্ছি না। আমরাও বেড়ে উঠছি- আমাদের আনন্দ আর ভালো থাকার গল্পে। গাছ যত বড়ো হোক- পাতাগুলো তো সবুজ থাকে। সেই পাতা ঝড়ে আবার নতুন পাতা গজায়। আমাদের বুড়ো হবার সময় কোথায়?

আপনারাও সবুজ থাকুন।

মোমবাতির মতো জ্বলে থাকুন।

আপনার আলোয় পাশের মানুষটি নতুন করে জেগে উঠুক।

আমাদের ভালো থাকার গল্পে অন্যেরাও ভালো থাকুক।

কিংবা আপনাদের ভালোবাসার গল্পে আমরাও ডুবে থাকি।

নতুন বছর আমাদের সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনুক।

বড়দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

ঋষিতা ঋভু মৌসুমী মার্টিন

ঘাস-ফুল-লতা-পাতা

সিডনি, ডিসেম্বর, ২০১৭